আমাদের সময়

তারিখ ০৬ DEC 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রাথমিকের বই বিতরণে অনিশ্চয়তা

অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিন

শিক্ষা খাতে এ সরকারের সফলতা একেবারে কম নয়। গত কয়েক বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক সময়মতো তুলে দিলেও এবার সেই সফলতায় ছেদ পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কার্যাদেশ দেরিতে হওয়ায় আগামী ১ জানুয়ারি প্রাথমিকের বই বিতরণ নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা, যা শিক্ষাঙ্গনের জন্য শুভকর নয়।

গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশিত সংবাদসূত্রে জানা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে ৩৩ লাখ ৭৩ হাজার ৩৭৩ জন। তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হবে ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২টি। এর মধ্যে বই ছাপানো সম্পন্ন হয়েছে মাত্র ১৬ দশমিক ২১ শতাংশ। মূলত মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, মুদ্রাকরদের গাফিলতি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনিয়মই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পার হলেও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ খুবই হতাশাজনক।

শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা আর অধিকারের জায়গায় নেই; চলে গেছে সুযোগের খাতায়। সেই সুযোগও দশচক্রে ভগবান ভূতে পরিণত হওয়ার মতো। ফলে আগামী বছরের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের নতুন বই যথাসময়ে হাতে পাওয়া নিশ্চিত নয়।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, একটি জাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ শিশু। আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই এ বিষয় নিয়ে অবহেলার সুযোগ নেই। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এই স্তরে শিক্ষাদানের কাজটি হওয়া উচিত নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন।

শিক্ষার্থীরা সময়মতো হাতে নতুন বই না পেলে শিক্ষার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের অল্প সময়ে সিলেবাস শেষ করতে শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, যা কোনো শিক্ষার্থীর জন্যই শুভ নয়।

একটি শিক্ষিত জাতিই পারে শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ গড়তে। এ জন্য শিশু শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে সরকারের এ জটিলতা নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপসহ বই বিতরণের অনিশ্চয়তা দূর করা আশু কর্তব্য।